বঙ্গোপসাগরে দস্যুদের তাণ্ডব

নিরীহ জেলেদের ওপর বেপরোয়া হামলা লুটপাট : মৎস্যসম্পদ পাচার

শফিউল আলম

বৃহত্তর চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূল থেকে কক্সবাজার, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, বরগুনা পর্যন্ত বিশাল এলাকায় নৌদস্যুরা নির্বিচারে লুটপাট করছে। বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন উপকূলভাগে চিংড়িসহ অর্থকরী মাছ শিকারের বর্তমান উপযুক্ত ও ভরা মওসুমে নৌদস্যুদের এককেটি দল এককে জায়গায় দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে চালাচ্ছে বেপরোয়া তাণ্ডব। সশস্ত্র দস্যুরা নিরীহ জেলেদের ওপর আচমকা হামলা চালিয়ে লুটপাট করছে তাদের জাল, ইঞ্জিন, জ্বালানি তেল, মোবাইল, রেডিও সেট আহরিত মাছসহ সঙ্গে থাকা মূল্যবান মালামাল। দস্যুদের প্রতিদিনের ভয়াবহ হামলায় কোথাও না কোথাও হতাহত কিংবা গুম হচ্ছে নিরীহ জেলেরা। অনেক সময়েই অপহরণ করে মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করা হয় জেলে পরিবার অথবা নৌযান মালিকদের কাছ থেকে। এহেন ভীতিকর অবস্থার কারণে সাগরে মাছ শিকার বন্ধের উপক্রম হয়েছে। জেলেদের ওপর হামলা ছাড়াও সংঘবদ্ধ নৌদস্যুরা সাগরের মৎস্যসম্পদ পাচার করছে প্রতিনিয়তই। ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ডের ট্রলারবহর অনুপ্রবেশ করে ব্যাপক হারে মৎস্যসম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ পানিসীমায় প্রধান মৎস্য বিচরণের এলাকাগুলো ক্রমেই মৎস্যশূন্য হয়ে যাচ্ছে। নৌযান মালিক ও জেলেদের সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, গত দুই মাসে নৌদস্যুদের ৫৬টি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এতে ৬ জন মাঝি-মাল্লা ও জেলে নিহত, ১৫ জনকে অপহরণ কিংবা গুম ও দেড় শতাধিক আহত হয়েছে। জেলেদের জাল, মাছ, ইঞ্জিন, জ্বালানি তেল, মূল্যবান সামগ্রী লুট হয় কয়েক কোটি টাকার। অধিকাংশ ঘটনায় নিরীহ জেলেদের ওপর হামলা চালিয়ে লুটপাটের পর মাছধরা ট্রলার নৌযানে আহত জেলেদের যথেচ্ছ ভাসিয়ে দেয়া হয়। বাঁচা-মরার অনিশ্চয়তায় ভেসে চলে অনিশ্চিত গন্তব্যের পানে।

সমুদ্রে এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনেকটাই শান্ত, স্বাভাবিক। ঝড় ও নিম্নচাপের মওসুমে সাগর উত্তাল হলে মাছ ধরা প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। মাছ শিকারের এখনকার উপযুক্ত সময়েই সাগর উপকূলের অন্তত অর্ধশত পয়েন্টে দুর্ধর্ষ নৌদস্যুরা নির্বিচারে লুটপাট চালাচ্ছে। গভীর সমুদ্র ও উপকূলের যেসব স্থানে বিভিন্ন জাতের মৎস্যের সর্বাপেক্ষা ঘনত্ব ও বিচরণ রয়েছে, সেসব এলাকাতেই বর্তমানে নৌদস্যু চক্রের আক্রমণের থাবা বিস্তৃত হয়েছে। বেপরোয়া দস্যুদের উৎপাতে নিরীহ সাধারণ জেলেরা চরম আতঙ্কে নেহায়েত অসহায় অবস্থায় রয়েছে। গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার সঙ্কটই এ মুহূর্তে সবচেয়ে প্রকট। বৃহত্তর চট্টগ্রাম উপকূলীয় গভীর সামুদ্রিক মাছ শিকারি ট্রলার-নৌযান মালিক ও শ্রমিক সংগঠন নেতৃবৃন্দ দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকারি নৌযানে যত্রতত্র নৌদস্যুদের হামলা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে মাছ শিকার ব্যাহত হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলীয় চর ও দ্বীপাঞ্চলে নৌদস্যু সর্দারদের নামে এককেটি ডাকাত বাহিনী তৎপর রয়েছে। নৌদস্যুতার বিরুদ্ধে পুলিশ, কোস্টগার্ড ও র‍্যাব কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ জেলেরা মনে করে এ অভিযান যথেষ্ট নয়। কার্যকরভাবে সাগরের উপকূলজুড়ে অবাধ ডাকাতি অপতৎপরতা দমন করার জন্য পরিকল্পিত সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন বলে জানান মাছ শিকারে নিয়োজিতরা। তারা বলেছেন, নৌদস্যুরা দেশীয় ট্রলার-নৌযান, ইঞ্জিন, জ্বালানি তেল, জেলেদের জাল, নগদ টাকা রেডিও, বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী, সাগরে আহরিত মাছসহ কোটি টাকার মালামাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দস্যুরা সাধারণ জেলের বেশে অতর্কিতে মাছ ধরার ট্রলার নৌযানে হামলা চালিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। সাগরে জেলে নৌকা সামনে পড়তেই নৌদস্যুরা জেলেদের ঘিরে ফেলে হামলা শুরু করে। নৌদস্যুরা আগ্নেয়াস্ত্র ও বিভিন্ন ধারালো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ট্রলার নৌযানে এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালিয়ে জেলেদের জখম করেছে। এ সময় অনেক জেলেকেই সাগরে নিক্ষেপ করে। পরে তারা অন্য কোন নৌকার সাহায্যে কোনমতে তীরে ওঠে প্রাণে রক্ষা পায়।

টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ, সেন্টমার্টিন থেকে শুরু করে উখিয়া, কক্সবাজারের উপকূল, কুতুবদিয়া মহেশখালী চ্যানেল, বন্দর বহির্নোঙ্গর সংলগ্ন আনোয়ারা, বাঁশখালী, সন্দ্বীপ চ্যানেল, হাতিয়া, রামগতি, নিঝুমদ্বীপ, ভোলা,

চরফ্যাশন, বরগুনা, পাথরঘাটা, চরকুকরি-মুকরি, সুন্দরবন, রায়মঙ্গল, দুবলার চর সংলগ্ন উপকূলের বিপরীতে সাম্প্রতিককালে গভীর সমুদ্রে নৌদস্যুদের হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি, ইলিশসহ বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ এসব এলাকায় প্রতিনিয়ত নৌদস্যুদের আক্রমণের কারণে মাছ শিকার হ্রাস পেয়েছে। ভরা মওসুমেও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা উপকূলের সামুদ্রিক মাছের আড়ত ও মোকামগুলো খালি পড়ে আছে। মাছ শিকার থেকে বিরত হয়ে বর্তমানে বেকার ও ছদ্ম-বেকার অবস্থায় কষ্টকর দিনাতিপাত করছে সমুদ্র উপকূলের অনেক জেলে পরিবার। নিরীহ জেলেদের উপর নৌদস্যুদের উপর্যুপরি হামলা ছাড়াও অবৈধ ট্রলারে লুণ্ঠিত মাছ বিশেষত ইলিশ ও চিংড়ি সমুদ্রপথে সংঘবদ্ধ চোরাকারবারীরা পাচার করে দিচ্ছে। দেশ বঞ্চিত হচ্ছে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ থেকে। সামুদ্রিক মাছসহ হিমায়িত খাদ্য রফতানি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।